দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 15 JUN 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ...৭ কলাম ...১... ......

৩৭

ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী

একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী আইএসটি ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, শুভানুধ্যায়ী, শিক্ষাক-শিক্ষিকা, উপদেষ্টাগণ ও বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সদস্য-সদস্যাগণের পরিশ্রম ও আন্তরিকতা। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাড়ী নম্বর-৫৪, সড়ক নম্বর- ১৫এ, ফোন নম্বর-৮১৯৭৮০। উল্লেখিত ঠিকানায় অবস্থিত এ স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এখন বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মুখরিত। সবাই আসছেন এখানে জ্ঞান আহরণের জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে একটি কুচক্রী মহল গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা এ প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গল তথা দেশের মঙ্গল চায় না। তাই নানা ধরনের মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের মাধ্যমে সহজ সরল মানুষকে বিভ্রান্তি করার হীন চেষ্টা করছে। আইএসটি'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডঃ কামরুন্নেসা বেগম উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন পত্রিকায় আইএসটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট খবর ছাপানো হয়েছে, তাতে আইএসটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পাঠকের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আইএসটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থা (ICSTED)-এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ১৯৯৩ সালের মে মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর আবদুস সালাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নশীল বিশ্বের ২০টি কেন্দ্রের এটি একটি। ১৯৯৩ সালের মে মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর আব্দুস সালামের উপস্থিতিতে এটি উদ্বোধন করেন। (ICSTED)-এর মহিলা শাখাও সেই সঙ্গে জন্মলাভ করে। কেবল মাত্র মহিলাদের জন্য কম্পিউটার বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এটি শুরু হলেও পরবর্তীতে অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি "ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী" (আইএসটি) নামে ছাত্র-ছাত্রীদের উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আইএসটি'র সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের প্রফেসর এবং বর্তমানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ শাহিদা রফিক। এছাড়া পরিচালনা পরিষদে আছেন উক্ত বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ ফারুক আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুল মোত্তালিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ডঃ মোঃ লুৎফর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ আবদুল মতিন, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর ও আইএসটি'র বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডঃ কামরুন্নেসা বেগমসহ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীবৃন্দ। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত অর্থানুকূল্যে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতা এবং নারী বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বক্রিয় সহযোগিতায় আইএসটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে আইএসটিতে কম্পিউটার বিজ্ঞানে অর্নাস কোর্সসহ বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কোর্স চলছে। ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি লাভ করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৯৬-৯৭ সালের ২য় ও ৩য় বর্ষের প্রকাশিত ফলাফলের পাসের হার যথাক্রমে ৯২% এবং ৯৩%। এ সাফল্যে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ সন্তোষ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আইএসটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসি কর্তৃক মনোনীত এবং আইএসটির প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে এর কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠুভবে পরিচালিত হচ্ছে।

ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি (আইএসটি) ভবনের একটি দৃশ্য —ইনকিলাব

কোন কোন সংবাদপত্রে চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন শিক্ষককে ক্লাস বর্জনের কথা বলা হয়েছে। অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, আইএসটি একটি সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক, বেসরকারী এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ছাত্রদের সকল বেতনাদি সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট ব্যাংকে নিজেরাই জমা করে এবং ইনস্টিটিউটের যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ব্যাংক থেকে প্রদান করা হয়। এখানে ভর্তি ফি ও বেতনাদি বাবদ যে টাকা নেয়া হয় তা অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আদায়কৃত টাকার এক-চতুর্থাংশ এবং এটি সম্পূর্ণরূপে সরকারী অনুদান মুক্ত। প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার আদৌ কোন পরিকল্পনা নেই। কাজেই সহকর্মীদের অংশীদারিত্বের কোন প্রশ্নই উঠে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত এই রকম একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিবেশের কারণে বেশীর ভাগ ছেলে-মেয়েরা এখানে পড়তে ইচ্ছুক। অভিযোগের শেষ প্যারায় কয়েকজন সম্মানিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অত্যন্ত নিম্নস্তরের মিথ্যা প্রচারণা।

এখানে প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, আইএসটির চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে (বিদেশ থাকাকালীন) প্রাক্তন উপ-পরিচালক (বর্তমানে বরখাস্তকৃত) মোঃ লুৎফর রহমান প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কর্মকান্ডে গুরুতর অনিয়ম করায় এবং আইএসটির সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক তা পরিচালনা পরিষদের কাছে অবহিত করায় উক্ত পরিষদ একটি নিরীক্ষা কমিটি গঠন করেন। নিরীক্ষা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত উপ-পরিচালককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। যার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, পরিচালনা পরিষদ কিংবা চেয়ারম্যানের কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, উক্ত দুর্নীতিবাজ মোঃ লুৎফর রহমান নিজের অপকর্ম ধামাচাপা দেবার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের দিয়ে এই অভিযোগ করেন। ইতোপূর্বেই উক্ত মোঃ লুৎফর রহমান ছাত্র-ছাত্রীদের নাম করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে যে, চিঠি ২১/৭/৯৭ তারিখে দিয়েছেন যার সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন যোগসূত্র নেই। বর্তমানে চিঠিটি তারই হুবহু কপি মাত্র। ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডঃ কামরুন্নেসা বেগম আরো বলেন, পাঠকদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ দুর্নীতিবাজ ও বহিষ্কৃত স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আইএসটি তথা এদেশের তরুণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষার সহযোগিতা দান করে এদের ভবিষ্যতকে নিশ্চিত এবং উজ্জ্বল করার প্রয়াস অব্যাহত রাখবেন।